সংবাদ

তারিখ ... JUN 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ০১ কলাম ৫

স্যাপের তথ্য

উপকূলীয় এলাকার ২১২ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হলেও দেশের উপকূলীয় এলাকার ২১২টি গ্রামে এখনও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ (স্যাপ) বাংলাদেশ ও কোস্টাল নেটওয়ার্ক উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করে এ তথ্য জানিয়েছে। গত বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে স্যাপ ও কোস্টাল নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। কোস্টাল নেটওয়ার্কের সভাপতি এডভোকেট ফজলে আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য এডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, এইডি/বিএইচআরএপির চিফ অফ পার্টি সুসান খাতুন, স্যাপের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ নূরুল আলম, নাদিরা মল্লিক প্রমুখ। গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এডভোকেট হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সিডিসির নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোর একটি কক্ষে গ্রায় ৪৯ জন শিক্ষার্থীকে বসে ক্লাস করতে হয়। জরিপের আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের শতকরা ৫৭ ভাগ বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল না থাকায় শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পানি পানে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ১১ ভাগ বিদ্যালয়ে নিজস্ব ল্যাট্রিন ব্যবস্থা নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলের যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব গ্রামের শিশুরা পড়াশোনা করতে চাইলে একমাত্র উপায় হচ্ছে কাছের কোন গ্রামের বিদ্যালয়ে যাওয়া। আরও উল্লেখ করা হয়, উপকূলীয় এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রতি ৯২ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক